بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩রা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.) এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহবীদের এবং তাদের অনুসরণে জামা'তের সাধারণ সদস্যদেরও আর্থিক কুরবানীর অসাধারণ বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৮তম নববর্ষের ঘোষণা প্রদান করে বিগত বছরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট উপস্থাপন ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আলে ইমরানের ৯৩নং আয়াত পাঠ করেন যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ

অর্থাৎ, **'তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু খোদা তা'লার পথে খরচ করবে আর যে বস্তুই তোমরা খরচ করো আল্লাহ্ নিশ্চয় সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত'**।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **'বির'** উন্নত পর্যায়ের এবং পরিপূর্ণ পুণ্যকে বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পন্থা হিসেবে বিভিন্ন পুণ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করা অন্যতম। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নাই, মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রাণের কুরবানীই দিতে হয়েছে। তোমাদের মতো তাদেরও স্ত্রী সন্তান ছিল তবুও তারা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গের জন্য সদা উদগ্রীব থাকতেন'**।

তিনি (আ.) আরও বলেন, **'তুচ্ছ বস্তু কুরবানী করে কেউ পুণ্য অর্জন করতে পারে না, কেননা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তু আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে না। সাহাবীগণ (রা.) কি বিনামূল্যেই এই পদমর্যাদা লাভ করেছেন? জাগতিক উপাধি লাভের জন্য কী পরিমান খরচ করতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়। কাজেই, ভেবে দেখো রাযিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এই উপাধি কি তারা এমনিতেই লাভ করেছেন? সৌভাগ্যবান সেসব মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোনো কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, কেননা মু'মিন চিরস্থায়ী প্রশান্তি সাময়িক কষ্টের পরেই লাভ করে থাকে'**।

তিনি (আ.) আরেক স্থলে বলেন, **পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদকে অনেক বেশি ভালোবাসে। এ কারণেই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় লেখা আছে, যদি কেউ স্বপ্নে দেখে– সে তার কলিজা বের করে কাউকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে এর অর্থ হলো ধন-সম্পদ। এ কারণেই প্রকৃত তাক্বওয়া ও ঈমান লাভের জন্য বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্যার্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা হতে খরচ করো'**।

মহানবী (সা.) আর্থিক কুরবানীর ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, **'দুই ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কারো প্রতি ঈর্ষা করা উচিৎ নয়। (তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে) যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সে সত্যের (ইসলামের) পথে ব্যয় করে।**

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে (ন্যায়) মীমাংসা করে এবং মানুষকে শিক্ষা দেয়'

আর্থিক কুরবানী সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) আরও বলেন, **'আল্লাহ্র রাস্তায় গুণে গুণে ব্যয় কোরো না, নতুবা তিনিও তোমাদেরকে গুণে গুণে দিবেন। তোমার থলের মুখ বন্ধ করে কৃপণভাবে বসে থেকো না, নয়তো সেটির মুখ বন্ধই রাখা হবে'**।

তিনি (সা.) আরেকবার বলেছেন, **'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি দানশীলকে আরো দান করো এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী আরও সৃষ্টি করো। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ্! সম্পদ কুক্ষিগতকারী কৃপণদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও'**।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ (রা.)-র কুরবানীর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে সদকা বা আর্থিক কুরবানীর জন্য আহ্বান করতেন তখন তারা বাজারে চলে যেতেন এবং দিনমজুরী করে যা আয় করতেন তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতেন। তাদের চেষ্টা এটিই থাকতো যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয়, বরং নিজেরা অর্থ উপার্জন করে তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতেন। এমনকি নিজেদের বাড়িঘরের সামগ্রীও মহানবী (সা.)-এর সামনে এনে উপস্থাপন করতেন।

অতঃপর হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র কুরবানীর উল্লেখ করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলেন, **'আমি যদি তাকে অনুমতি দিতাম তাহলে তিনি তাঁর সব কিছু এ পথে উৎসর্গ করে তাঁর আত্মিক বন্ধনের মতো দৈহিক বন্ধন রক্ষার এবং প্রতিনিয়ত সাহচর্যে থাকার দায়িত্ব পালন করতেন**। একইভাবে হযরত ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, তার আর্থিক কুরবানীর মান এমন উঁচুতে উপনীত হয়েছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে লিখিত সনদ দিয়েছিলেন, **আপনি জামা'তের জন্য এত বেশি কুরবানী করেছেন যে, ভবিষ্যতে আপনার আর কুরবানী করার প্রয়োজন নেই**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের দরিদ্র আহমদীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে গিয়ে হুযূর (আই.) **সাঈ দেওয়ান শাহ্ (রা.)**-র ঘটনা উল্লেখ করেন যিনি দরিদ্র হওয়ার দরুন আর্থিক কুরবানী করতে না পেরে প্রায় একশ' মাইল পায়ে হেঁটে কাদিয়ানে আসতেন এবং লঙ্গর খানার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে চৌকি বানাতেন আর এভাবে চাঁদা প্রদানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেন।

এগুলো হলো সেসব সকল দৃষ্টান্ত যা পুরনো সাহাবীগণ (রা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রত্যেক খিলাফতের যুগেও এই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন ওয়াক্ফে জাদীদের তাহরীক করেন তখন অসংখ্য দরিদ্র সদস্য সামান্য পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। কেউ মুরগি নিয়ে আসেন, কেউ বা ডিম নিয়ে এসে বলেন, আমার কাছে যা কিছু ছিল তা-ই সমর্পণ করেছি। বর্তমান সময়েও আমরা দেখি দূর-দূরান্তের দেশে যেখানে মাত্র কয়েক বছর পূর্বেই আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছেছে, তাদের মাঝেও আর্থিক কুরবানীর এমন গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় যা চৌদ্দশ বছর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের মাঝে ছিল।

এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন। **মার্শাল আইল্যান্ডের** একজন নিষ্ঠাবান নারী যিনি জামা'তের লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। যখনই তিনি বেতন পান তার প্রথম কাজ হলো নিজের এবং নিজের পাঁচ নাতি-

নাতনির পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করা। সেখানকার মুরুব্বী সাহেব বলেন, তাদেরকে দেখে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণময় বাক্য স্মরণ হয়- **'মুত্তাকী ব্যক্তি প্রকৃত প্রশান্তি এক জীর্ণ কুটিরে থেকেও পেতে পারে যা এক জগৎপূজারী আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদে বাস করেও লাভ করতে পারে না'**।

কাজাকিস্তানের বাসিন্দা ইব্রাহীম আইয়্যান সাহেব বলেন, আমার জীবনে এমন সময়ও গিয়েছে যখন আমার কাছে রুটি কেনার অর্থও ছিল না, খাদ্যসামগ্রীও অন্যদের কাছ থেকে ধার করতে হতো। অতঃপর আমি চাঁদা প্রদান করা শুরু করি এবং এমন হয় যে, যখনই আমি চাঁদা প্রদান করি আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য অর্থ উপার্জনের নতুন নতুন পথ উন্মোচন করেন।

ক্যামেরুনের অধিবাসী মুহাম্মদ ইউসুন সাহেব বলেন, আমি অনেক দরিদ্র ছিলাম। মানুষের ফার্মে কাজ করতাম। আহমদী হওয়ার পর আমি চাঁদা দিতে আরম্ভ করি। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এতটা কল্যাণ দান করেন যে, এখন আমার নিজের-ই একটি ফার্ম রয়েছে।

ভারত থেকে একজন সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, এক বন্ধুর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার পরিমাণ ছিল চব্বিশ হাজার টাকা এবং বছর শেষ হওয়ার মাত্র অল্প কিছু দিনই অবশিষ্ট ছিল। তার কাছে একটি বিশেষ কাজের জন্য কিছু অর্থ ছিল। তাকে চাঁদার কথা স্মরণ করানো হলে তিনি সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। পরদিন তিনি ফোন করে জানান, তার ব্যবসার এক বড় অঙ্ক কারো নিকট আটকে ছিল যার একটি অংশ সে দিয়ে দিয়েছে আর বাকিটাও শীঘ্রই দেয়ার প্রতিশ্রুতি করেছে।

অতঃপর হুযূর (আই.) চাঁদা ব্যয়ের খাত সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের মোট চাঁদা যা কেন্দ্রে আসে তার পরিমাণ ত্রিশ থেকে একত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড যা একশত ছয়টি দেশের মিশনকে প্রদত্ত বাৎসরিক বরাদ্দের প্রায় সমান। এর পাশাপাশি আফ্রিকার বিভিন্ন মিশন, জামেয়া, এমটিএ ও কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ তা'লা এসব ব্যয়ভার নিজ অনুগ্রহে পূরণ করে যাচ্ছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, **আমি তোমাকে অর্থসম্পদ দান করবো** আর আল্লাহ্ তালা প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই অর্থ (যোগান) দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা জামা'তকে সঠিক খাতে এসব অর্থ ব্যয় করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

এরপর হুযূর (আই.) ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৮-তম নববর্ষের ঘোষণা প্রদান করে বিগত বছরের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। গত বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যরা এ খাতে মোট ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৮১ হাজার পাউন্ড প্রদানের তৌফিক লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে চাঁদা প্রদানের দিক থেকে প্রথম যুক্তরাজ্য, এরপর কানাডা, এরপর যথাক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং বেলজিয়াম। এ বছর সর্বমোট এ খাতে চাঁদা প্রদানকারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫১ হাজার। হুযূর (আই.) দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এসব আর্থিক কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) বলেন, দোয়া করুন ২০২৫ সাল যেন জামা'তের জন্য কল্যাণময় বছর প্রমাণিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা যেন জামা'তকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার দেশসমূহ সহ সকল আহমদীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। সেই সাথে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা ও যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে বিশ্ববাসীর মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন নিরপরাধ ও নির্যাতিত মানুষদেরকে

এর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করেন এবং এই বছর এসব পরাশক্তির সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন আর আমরা যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পাই, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)